প্রথম শ্রেণির পাক্ষিক পত্রিকা

দৃষ্টান্ত

1-15 October, 2018

₹ 20

কোন্নগরে ঠাকুর পরিবারের হেরিটেজ সম্পত্তি বিক্রি

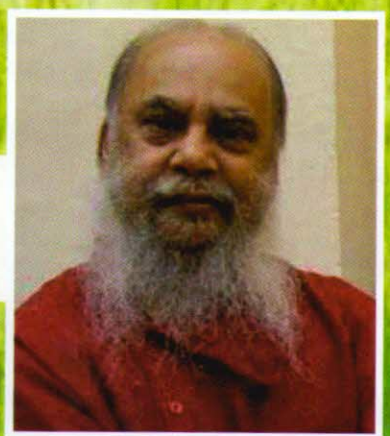

সমর্থনে শুভাপ্রসন্ন

R.N.I. NO. WBBEN/2007/22938

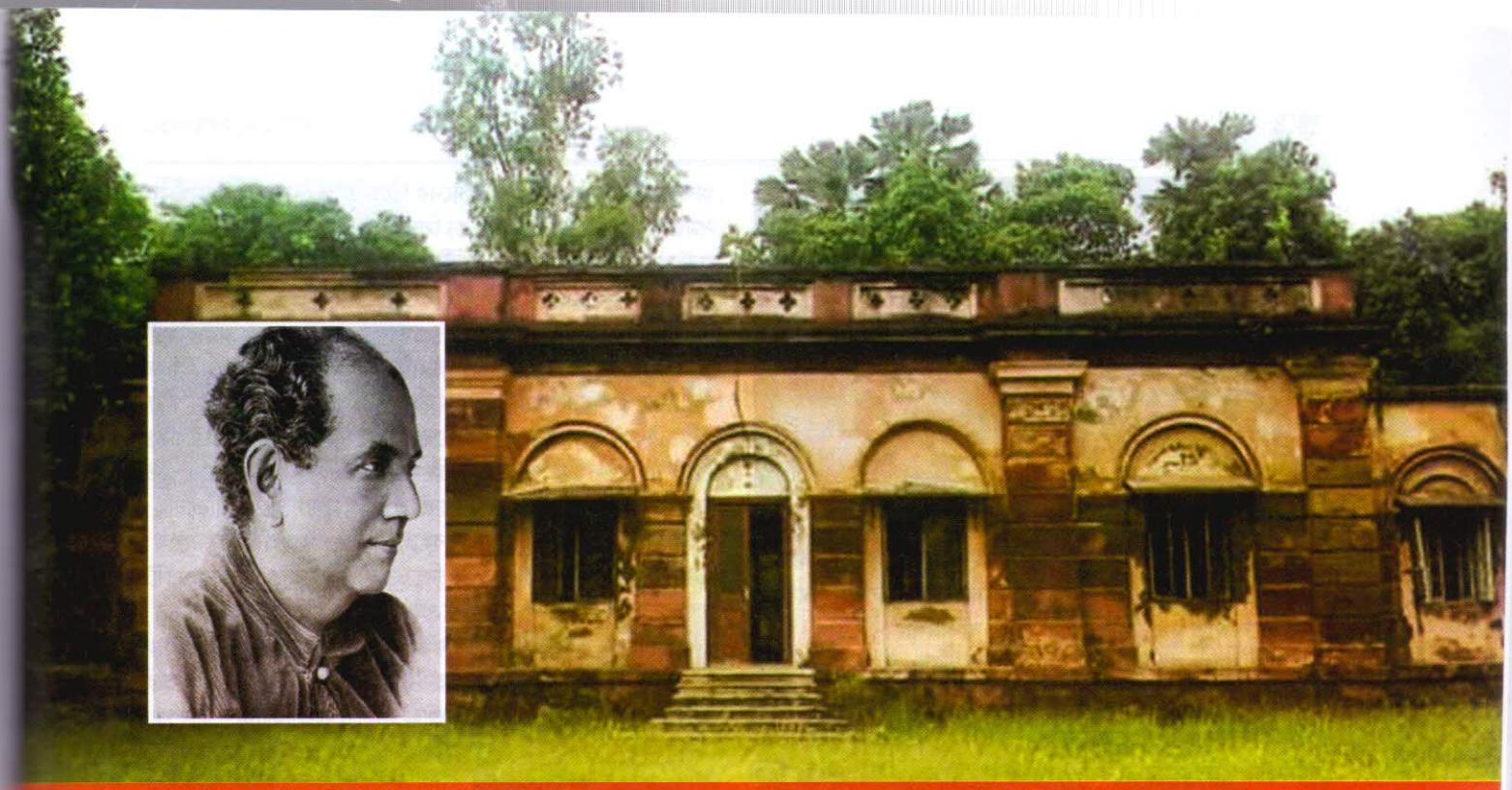

কোন্নগরে ঠাকুর পরিবারের হেরিটেজ সম্পত্তি বিক্রি সমর্থনে শুভাপ্রসন্ন

জিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়

হুগলি জেলার কোন্নগরে গঙ্গার পাড়ে ঠাকুর পরিবারের অন্যতম সদস্য শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমি বিক্রি হয়ে গিয়েছে। কিনেছেন সতীশ লাখোটিয়া। লাখোটিয়া সাহেবের কলকাতায় আইনি বই'এর একটা বড় ধরনের বাজার আছে। কলকাতায় রাজভবনের সামনেই তাঁর বিরাট অফিস। কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান বাপ্পাদিত্য চ্যাটার্জী জানিয়েছেন, ২০০৭ সালে এই জমি হেরিটেজের আওতায় আসে। তারপরে এই জমি কেনাবেচা হয়েছে। যা সম্পূর্ণ বে-আইনি। কোন্নগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল জানিয়েছেন, কোন্নগরবাসীর স্বার্থে এই জমি আমরা কোন অবস্থাতেই বে-সরকারি প্রমোটারের হাতে তুলে দেবো না। একই কথা বলেছেন স্থানীয় সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এতসবের কিছু পরেও লাখোটিয়াদের হয়ে আসরে নেমেছেন শিল্পী শুভাপ্রসন্ন। তিনি আবার রাজ্যের হেরিটেজ কমিটির চেয়ারম্যানও বটে। শিল্পীর বক্তব্য, এই জমি হেরিটেজের আওতায় নয়। আমি সমস্ত ব্যাপারটাই জানি। আসলে চেয়ারম্যান বাপ্পাদিত্য চ্যাটার্জী এই জমির ওপরে প্রোমোটিং করতে চাইছেন। তাই সমস্ত আইন মেনে লাখোটিয়ারা জমি কেনার পরেও বিভিন্ন রকম ফ্যাকরা তোলা হচ্ছে। কোন্নগরে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, সাধারণ মানুষ এই জমি বিক্রি খবর জানার পরে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। তাদের বক্তব্য, আমরা কোন অবস্থাতেই চিত্রশিল্পের জনক এবং শিশু সাহিত্য সম্রাট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমি হস্তান্তর হতে দেবো না। বাস্তব ঘটনা হচ্ছে, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রথম ইন্ডিয়ান আর্টের কুঁড়েঘর আঁকা শেখা কোন্নগরের গঙ্গার পাড়ে অবস্থিত বাগান বাড়িতে করেছেন। এই বাগান বাড়িটি কোন্নগর জিটি রোডের বাটা মোড় ছাড়িয়ে কয়েক পা এগোলেই। কোন্নগর পৌরসভা বাগান বাড়িতে ঢোকার প্রবেশ পথেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। অঞ্চলের মানুষের আবেগ জড়িয়ে আছে এই বাগান বাড়িকে ঘিরে। এই বাগানবাড়িটি সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচিত 'জোড়াসাঁকোর ধারে' লিখেছিলেন, **তখন গরমকালটা অনেকেই গঙ্গার ধারে বাগানবাড়িতেই গিয়ে কাটাতেন। কোন্নগর বাগানে বাবামশায় যাবেন ঠিক হল। মা পিসিমা সবাই যাবেন, সঙ্গে যাব আমি আর সমরদা। দাদা থাকবেন বাড়িতে, বড়ো হয়েছেন, স্কুলে যান রোজ, বাগানে গেলে পড়াশোনার ক্ষতি হবে। আমার আনন্দ দেখে কে। কাল সকাল বেলায় যাব, কিন্তু রাত পোহায় না। ঘুমোব কি, সারারাত ধরে ভাবছি, কখন ভোর হয়।**

বাবামশায় ওঠেন রোজ ভোর চারটের সময়ে। উঠে হাতমুখ